দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...16 NOV 2007...
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

ঢাবি'র সহিংস ঘটনায় রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা ছিল

● তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ

● পিপিআর ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের সুপারিশ

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা রোধের জন্য কমিশন ১৯৭৬ সালের পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশন (পিপিআর) ও '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের সুপারিশ করেছে। কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির বিষয়টি কমিশনের রিপোর্টে প্রাধান্য পেয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে ৩টায় সাবেক বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন এক সদস্যের কমিশন প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্ট প্রদানশেষে সার্কিট হাউজ কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে কমিশন প্রধান বলেন, ২০ আগস্ট সেনা সদস্য মোস্তফা কামাল ও ছাত্র মেহেদী হাসানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনাটি ছিল আকস্মিক। ওই দিনের পর ২১ আগস্টের সকাল পর্যন্ত ছাত্ররা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল। পরবর্তী আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইন্ধন ছিল। সমাজের বঞ্চিত মানুষেরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা আন্তরিকতার সাথে কমিশনের রিপোর্ট (১৯শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবি'র সহিংস ঘটনায়

(২০শ পৃঃ পর)

গ্রহণ করেছেন। রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ করেছেন বলে জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১০০ পাতার অধিক কমিশনের রিপোর্টে ২৮টি সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য ১৪টি সুপারিশ করা হয়েছে। আর আনুষঙ্গিক বিষয়ে ১৪টি সুপারিশ রয়েছে। সুপারিশের মধ্যে লেজুড়বৃত্তির ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ, '৭৩ অধ্যাদেশ সংশোধন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তাবাহিনী গঠন, ছাত্র-শিক্ষকদের গলায় পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে রাখার বিধান, ভিসি ও ডিন নিয়োগে শক্তিশালী সার্চ-কমিটি গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ বোর্ড গঠন, ডাকসু ও হল ইউনিয়ন চালু, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বিধিমালার সংশোধন, কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকের বিষয়ে নমনীয় মনোভাব, ক্যাম্পাসে মিছিল-মিটিং বন্ধের বিষয় রয়েছে।

এছাড়াও কমিশনের রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

বিচারপতি খান আরো বলেন, খেলার মাঠ থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটি ছিল সময়োপযোগী। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সংঘটিত ঘটনায় তদন্ত কমিটি করা হয়। দায়ী সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে সেনা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থাও নিয়েছে। তিনি বলেন, ঘটনায় একক কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়ী করা হয়নি। ঘটনায় কারাবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষক সমিতি ছাত্রদের সঙ্গে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করায় ঘটনাটি ভয়াবহ রূপ নেয়। তবে ছাত্র-শিক্ষকের মুক্তির বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য ২৫ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) হাবিবুর রহমান খানকে প্রধান করে এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। ২৮ আগস্ট কাকরাইলের সার্কিট হাউজ কার্যালয়ে ১৫ কার্যদিবসে রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্তে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীকালে চতুর্থ দফা কমিশনের সময় বৃদ্ধি করে ৫০ কার্যদিবসে রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়। এর মধ্যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীসহ আইনজীবী, সেনা কর্মকর্তা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও ছাত্র মিলিয়ে কমিশন ১০৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। ১২ নভেম্বর কমিশনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়।